২. যেমন কর্ম তেমন ফল

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

কবিতাটি পড়ে পড়ুয়ারা এর সারমর্ম বুঝে নিজের ভাষাতে লিখতে পারবে। তারা কবিতাটি সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারবে এবং তাদের মতামত দিতে পারবে।

দেখি এই চরাচরে যে যেমন কর্ম করে
তেমন সে ফল তার পায়।
যে চাষি আলস্যভরে, বীজ না বপন করে,
পক্ক শস্য পাবে সে কোথায়?
যদ্যপি শকতি থাকে, পড়িতে দেখহ যাকে
হাত ধরে তুল তুল তারে,
নতুবা তুমি যে কালে, পতিত হবে সে হালে
কে তখন তুলিবে তোমারে?
যদি তুমি ওহে ধীর, দুঃখিতের অশ্রুনীর
নিজ করে না কর মোচন,
তব অশ্রু নিরখিয়া, দুঃখী হবে কার হিয়া,
কে তাহা করিবে নিবারণ?

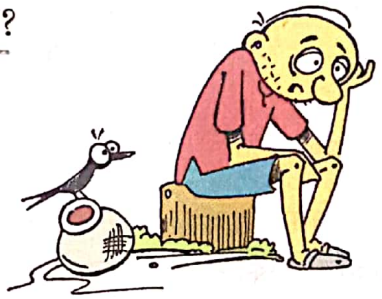

জেনে রাখ

সংক্ষেপে/কবির কথা: কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। জন্ম ১৮৩৪ সালে বাংলা দেশের খুলনা জেলার সেনহাটিতে। বাবার নাম মাণিক্যচন্দ্র মজুমদার। অল্পবয়সে কৃষ্ণচন্দ্রের বাবা মারা যান। এরপর তিনি ঢাকায় অন্য একজনের বাড়িতে প্রতিপালিত হন। ঢাকা বাংলা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তাঁর কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায়। এর পরেই সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। ফার্সি ভাষা ভালো জানতেন। সরল ভাষায় সুন্দর নীতিকথামূলক কবিতা লিখতেন। তাঁর লেখা বই: সদ্ভাবশতক, মোহনভোগ প্রভৃতি। ১৯০৭ সালের ১৩ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়। এই কবিতাটি তাঁর সদ্ভাবশতক নামের বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

Scanned with CamScanner

তোমরা সবাই ছোটো ছোটো চিরকুটে 'ধন্যবাদ' লেখো। তারপর সেই চিরকুটটি তোমার ক্লাসের এমন একজনকে দাও যে তোমায় কোনো না কোনো সময়ে সাহায্য করেছে। তার কারণটাও চিরকুটে লিখো। দেখো তো, তুমি কারও কাছ থেকে চিরকুট পেলে কী না।

সংক্ষেপে/কবিতার কথা: কবি বলছেন, এ জগতে দেখা যায়, যে যেমন কাজ করে, সে তেমন ফল পায়। যদি কোনো অলস চাষি খেতে বীজ না বোনে তাহলে সময়মতো সে পাকা ফসল পাবে না। তোমার দেহে যতদিন শক্তি থাকবে ততদিন অন্য কোনো দুর্বল লোককে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। তা নইলে, তুমি নিজে যেদিন দুর্বল হয়ে পড়বে সেদিন কেউ তোমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। তুমি যদি ধৈর্য ধরে, শান্ত ও নম্র হয়ে দুঃখীজনের চোখের জল মুছিয়ে না দাও, তাহলে তোমার দুঃখের দিনেও কারও মনে দয়া হবে না, কেউ তোমার দুঃখ দূর করতে আসবে না।

এই শব্দগুলি শুধুমাত্র কবিতার জন্য

তোমারে—তোমাকে শকতি—শক্তি দেখহ—দেখ

তব—তোমার নিরখিয়া—দেখে হিয়া—হৃদয়

শব্দের অর্থ

চরাচর—সমস্ত জগৎ
কর্ম—কাজ
আলস্যভরে—আলস্যের সঙ্গে
বপন—খেতে বীজ ছড়ানো
পক্ক—পাকা। 'পক্ক' বানান দেখে রাখ:
প | ক | এ ব | ফলা
যদ্যপি—যদি
তুল তুল—তোল তোল
যে কালে—যে সময়ে, যখন
পতিত—পড়ে গিয়েছে
হাল—অবস্থা
ধীর—যার ধৈর্য আছে। এর অন্য আরও মানে আছে : সমর্থ, শান্ত, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, নম্র
অশ্রুনীর—চোখের জল
নিজ করে—নিজের হাতে
নিবারণ—দূর করা

বাক্যের ব্যাখ্যা:

'পক্ক শস্য পাবে সে কোথায়'—কৃষকের কাজ সময়মতো খেতে বীজ বপন করা। আলস্যবশত সে যদি তা না করে তাহলে পাকা ফসল পাবে কী করে?

'হাত ধরে তুল তুল তারে',—যার গায়ে শক্তি আছে তার উচিত দুর্বলকে সাহায্য করা। সে পড়ে গেলে তাকে তুলে ধরা। 'তুল' শব্দটি দুবার ব্যবহার করে কবি আসলে কাজটি যে অত্যন্ত দরকারি তা বুঝিয়েছেন।

'পতিত হবে সে হালে'—তোমার অবস্থা যেদিন সেই দুর্বল লোকটির মতো হবে সেদিন অন্যের সাহায্য তোমার দরকার হবে। কিন্তু আগে যদি তুমি দুর্বলকে সাহায্য করে না থাক তাহলে এখন কেউ তোমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না।

'নিজ করে না কর মোচন',—তুমি যদি নিজের হাতে দুঃখীর চোখের জল মুছিয়ে না দাও, তাহলে তোমার দুঃখের দিনেও কেউ এসে তোমার চোখের জল মুছিয়ে দেবে না।

Scanned with CamScanner

কতটা শেখা হল

১. মুখে মুখে বল:

ক) কবিতাটি কার লেখা?

খ) এ জগতে কে কীরকম ফল পায়?

গ) চাষি অলস হয়ে বসে থাকলে কী হবে?

ঘ) দুর্বলকে সাহায্য করার ফল কী?

ঙ) তোমার দুঃখ দেখে অন্যে দুঃখিত হবে না কখন?

২. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন:

ক) 'তেমন সে ফল তার পায়।'— কে, কেন, কীরকম ফল পায়?

খ) 'কে তখন তুলিবে তোমারে?'— কে, কখন, কেন তোমাকে তুলবে না?

গ) 'নিজ করে না কর মোচন',— 'নিজ করে' কার কী 'মোচন' করতে বলা হচ্ছে?

ঘ) 'দেখি এই চরাচরে,'— কে দেখেন? কী দেখেন? 'চরাচর' কাকে বলে?

ঙ) 'বীজ না বপন করে'— কে করে না? কোথায় করে না? না করলে ফল কী হবে?

চ) 'হাত ধরে তুল তুল তারে'— কে তুলবে? কাকে তুলবে? কেন তুলবে?

৩. বোধমূলক প্রশ্ন:

ক) এই কবিতায় কী কী করতে বলা হয়েছে এবং সে-সব না করলে কী কী ঘটতে পারে— নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লেখ।

৪. দক্ষতামূলক প্রশ্ন:

ক) 'পক্ক শস্য পাবে সে কোথায়?'—অর্থ বুঝিয়ে লেখ।

খ) অর্থ ব্যাখ্যা কর: 'নিজ করে না কর মোচন'।

গ) কবিতার নাম 'যেমন কর্ম তেমন ফল' রাখা হল কেন? বুঝিয়ে লেখ।

ঘ) কবিতাটি মুখস্থ লেখ। জায়গামতো যতিচিহ্ন বসাবে।

ব্যাকরণ

ক) অর্থের পার্থক্য বজায় রেখে বাক্য রচনা কর:

যে	কে	কোথায়
যে যে	কে কে	কোথায় কোথায়

খ) শব্দগুলির গদ্যরূপ লেখ: শকতি দেখহ হিয়া নিরখিয়া

গ) প্রশ্ন দুটির উত্তর কী হবে?

ক) কে তখন তুলিবে তোমারে?

খ) কে তাহা করিবে নিবারণ?

Scanned with CamScanner

BENGALI

CLASS - V

যেমন কর্ম তেমন ফল (পদ্য).

বাক্য রচনা:- কর্ম, চাষি, বীজ, শস্য, হাত, নতুবা, বীর, অশ্রু, দুঃখী।

বিপরীত শব্দ:- আলস্য, পক্ক, পড়িতে, তখন, বীর, দুঃখী।

প্রশ্ন ও উত্তর:- পৃঃ ১১ র ১ নং ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ করতে হবে। মনে লেখ সব বই থেকে পৃঃ ৪০ এ। লিখতে হবে।

দাগ দেওয়া শব্দগুলি বানান শিখতে হবে।